গাংনীতে গরু ব্যবসায়ীদের টাকা ছিনতাই ॥ ১টি তাজা বোমা উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের শিমুলতলা ও কুঞ্জনগর গ্রামের মাঝামাঝি স্থানে বোমা ফাটিয়ে গরু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে ডাকাতরা। এসময় ডালিম হোসেন ও মোয়াজ্জেম হোসেন নামের দুই গরু ব্যবসায়ী ধারালো অস্ত্রের কোপে জখম হয়েছেন। আহতদের বাড়ি গাংনী উপজেলার কামারখালী গ্রামে।

বৃহস্পতিবার দিবাগত আনুমানিক রাত ১০ টার দিকে মিকুশিষ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি তাজা শক্তিশালী হাত বোমা ও বিস্ফোরিত বোমার আলামত সংগ্রহ করেন।

আহত ডালিম হোসেন জানান, চুয়াডাঙ্গার শিয়ালমারী হাট থেকে গরু বিক্রি করে স্যালোইঞ্জিন চালিত স্টিয়ারিং গাড়ি যোগে পাঁচজন গরু ব্যবসায়ী কামারখালি গ্রামে ফিরছিলাম। কুঞ্জনগর ও শিমুলতলা গ্রামের মাঠের মধ্যে ও মিকুশিশ স্কুলের সামনে রাস্তার উপর বেঞ্চ ও ধঞ্চি গাছ দিয়ে গাড়ির গতিরোধ করে ডাকাতরা।

প্রথমেই তাদের হাতে থাকা লাঠি দিয়ে মোয়াজ্জেম হোসেনকে বেধড়ক মারপিট করে। একে একে গরু ব্যাপারী ইয়াসিন আলীর কাছ থেকে ৮০ হাজার, কালাম হোসেনের কাছ থেকে ৪৫ হাজার, জহির হোসেনের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। আমার সাথে ধস্তাধস্তির এক পর্যায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ দেয়।

এসময় আমার হাতের আঙ্গুল কেটে যায়। আমার আন্ডারের পকেট থেকে আড়াই লাখ টাকা ছিনিয়ে নেই। গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল গিয়ে পরিদর্শন করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি তাজা হাতবোমা উদ্ধার ও বিস্ফোরিত বোমার আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। ডাকাতদের চিহ্নিত করতে পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযান চালানো হচ্ছে।

ইতোমধ্যে হেমায়েতপুর ক্যাম্প দুজন ব্যক্তিকে সন্দেহ জনকভাবে ওই সময়ে ঘোরাঘুড়ির কারণে নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদঘাটন হতে পারে।

এখনই সব কিছু বলা যাচ্ছে না। তদন্ত চরছে এলাকায় বিশাল টিম কাজ করছে যেকোন মূল্যে এ ছিনতাইয়ের রহশ্য উদঘাটন করা হবে।

নিজস্ব প্রতিনিধি:

গাংনীতে ছাগল পালন করে স্বাবলম্বী হাজার পরিবার

গাংনীতে ছাগল পালন করে কয়েক হাজার পরিবার স্বাবলম্বী হয়েছে। গাংনী ছাপিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রি হচ্ছে এ সব ছাগল। ইতি মধ্যে মেহেরপুরের ব্লাক বেঙ্গল ছাগলের সুনাম দেশ ব্যাপি। ছাগল পালন করে যেমন ঘুরিয়েছে নিজের ভাগ্যের চাকা তেমনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাখছে ব্যাপক ভুমিকা।

গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের তথ্য মোতাবেক গাংনী উপজেলায় পৌরসভায় ছাগলের সংখ্যা ৬ হাজার টি, কাজীপুর ইউনিয়নে ১৫ হাজার ৯ শ ১০টি, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নে ১৪ হাজার ৮শ ৭টি, কাথুলি ইউনিয়নে ১৪ হাজার ৭শ ২৩টি, বামুন্দী ইউনিয়নে ১৪ হাজার ১শ ৩ টি, ষোলটাকা ইউনিয়নে ১৩হাজার ২শ ৯ টি, রায়পুর ইউনিয়নে ১৩ হাজার ১শ ৩৭টি, ধানখোলা ইউনিয়নে ১৪ হাজার ২শ ৩২টি, মটমুড়া ইউনিয়নে ১২ হাজার ১শ ১২টি, সাহারবাটি ইউনিয়নে ১২হাজার ৪শ ৫টি, পৌরসভাসহ ৯টি ইউনিয়নে ১লক্ষ ৩০ হাজার ৬শ ৩৮ টি ছাগল রয়েছে। ছাগলের খামারী রয়েছে সরকারি রেজিষ্টার্ডভূক্ত ৬৪ টি, রেজিষ্টার্ডবিহীন ৯২ টি। মোট ১৫৬ টি ছাগলের খামার রয়েছে। প্রতিটি খামারে গড়ে ছাগলের সংখ্যা ১৭ টি।

এই বিষয়ে পশ্চিম মালসাদহ গ্রামের ছাগল ব্যবসায়ী বজলুর রহমান বলেন, আমরা বিভিন্ন গ্রাম থেকে বিভিন্ন জাতের মধ্যে বিশেষ করে ব্লাক বেঙ্গল প্রজাতির ছাগল বেশী কিনে আনি এবং এগুলোর চাহিদা ব্যাপক হওয়ায় গাংনী, বামুন্দীসহ বিভিন্ন বাজারে আমরা এগুলো বিক্রয় করে থাকি এবং এগুলো বেশ লাভজনক।

জুগিন্দা গ্রামের মাংশ ব্যবসায়ী করিম মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, গাংনীর অধিকাংশ সরকারি অনূষ্ঠান গুলোতে আমি মাংশ সরবরাহ করে

ছাগল পালনের জন্য একটু উঁচু করে ঘর বানাতে হয়, কারন বর্ষাকালে ঘরে যেন কোনভাবেই পানি জমতে না পারে সেজন্য সতর্ক থাকতে হয়।আর এর জন্য বাঁশের মাচা ও টিনের ছাউনি দিয়ে ঘরগুলো সাধারনত তৈরি করা হয়। এভাবে ছাগল পালনকারীরা একদিকে নিজেরা যেমন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে অন্যদিকে তারা মাংশের চাহিদাতেও রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। এই বিষয়ে ৮ নং ধানখোলা ইউপি সদস্য আনোয়ার হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, পাকুড়িয়া গ্রামের প্রায় অর্ধশতাধিক গৃহিনী ছাগল পালন করে তাদের সংসারে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনেন।

ঐ গ্রামের বাসিন্দা মেহেরপুর জেলা সিনিয়র আইনজীবী সুজন কুমার মন্ডল মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, আমাদের গ্রামে এক সময় অধিকাংশ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল ছিল,বর্তমানে ছাগল পালন করে তারা স্বালম্বী হয়েছে । এটা সত্যিই আনন্দের কথা। আমরা তাদেরকে নিয়ে গর্ব করি । তারা আমাদের গ্রামের অহংকার।

নিজস্ব প্রতিবেদক:

মেহেরপুরে শিশু পরিস্থিতি বিষয়ক গন শুনানি অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলায় এনসিটিএফ এর আয়োজনে শিশু পরিস্থিতি বিষয়ক গন শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

এনসিটিএফ এর সভাপতি মেহেরাব হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গণি।
বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ইবাদত হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এসএম মোস্তাফিজুর রহমান, জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক আতাউল হাকিম লাল মিয়া, মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস প্রমুখ।

গন শুনানিতে বক্তব্য রাখেন সেভ দ্য চিলড্রেন প্রতিনিধি আবু জাফর, এনসিটিএফ এর প্রতিনিধি রোজা খাতুন, জামিলা খাতুন, রাজন আলী, আরশা আক্তার, সুরাইয়া খাতুন, তানভীর, রাজিয়া সুলতানা, মোশারফ হোসেন। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন ফারিহা আফরিন এলিসা ও মুশফিকুর রহমান রিয়াদ।

মেহেরপুর পৌর কবরস্থানে চির নিদ্রায় শায়িত হলেন নাসির উদ্দিন মিরু

মেহেরপুরের পৌর কবরস্থানে চির নিদ্রায় শায়িত হলেন মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর প্রথম সাধারন সম্পাদক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক নাসির উদ্দিন মিরু।

বৃহস্পতিবার বিকাল ৪.৩০ মিনিটে মেহেরপুর শহীদ ড. শামসজ্জোহা পার্কে তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় প্রিয় মানষুটাকে এক নজর দেখতে পার্ক প্রাঙ্গনে জনতার ঢল নামে। পরে যথাযোগ্য মর্যাদায় মেহেরপুর পৌর কবর স্থানে দাফন করা হয়।

মেহেরপুরে বি এ ডি সি’র চাষীদের সাথে আলোচনা সভা

মেহেরপুরে বি এ ডি সি উদ্যেগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ।বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর বিএডিসি অফিসে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় চুক্তিবদ্ধ চাষীদের সাখে ১৯-২০ বোরো উৎপাদন মৌসুমে বীজ

উৎপাদন সম্পর্কিত বিভিন্ন কলা কৌশল সম্মন্ধে আলোচনা করা হয় ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর বি এ ডি সি বীজ প্রক্রিয়াজাত করণ কেন্দ্রের উপপরিচালক কৃষি বীদ মো: হাসমত আলী মিয়া, মেহেরপুর বি এ ডি সি (ক:গ্রো) উপপরিচালক কৃষি বীদ কে এম আবুল কালাম, বিএডিসি উপপরিচালক কৃষি বীদ মো: কামরুল হাসান ।

সভায় বিভিন্ন গ্রামের কৃষকরা তাদের বিভিন্ন সমস্য গুলো সেখানে তুলে ধরেন। পরে কৃষিবীদরা সমস্যা সমাধানের সকল করণীয় দিক নির্দেশনা গুলো চাষীদের মাঝে তুলে ধরেন ।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মুজিবনগরে তথ্য সেবা কেন্দ্রের উঠান বৈঠক

মুজিবনগরে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যেমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)বাস্তবায়নের লক্ষে মুজিবনগরে তথ্য সেবা কেন্দ্রের আয়োজনে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্প্রতিবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে এ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকার।
প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন সুবিধার বিষয় ও বাল্য বিয়ের কুফল সম্পর্কে তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান তৌফিকুল বারী বকুল।
এ সময় ইউপি সদস্য মাসুদ রানা,ময়নদ্দীন,শাহাজাহান,আর্জিনা খাতুন, উপজেলা তথ্য সেবা সহকারী শান্তনা আক্তার ও আর্জিনা খাতুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
উঠান বৈঠক অনুষ্ঠানে বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
মুজিবনগর প্রতিনিধি

[redacted]

[redacted]:
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] (Ф.И.О.) [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

কোনো রকম ভোগান্তি ছাড়াই ই-নামজারি করা হচ্ছে। ই-মিউটিশন চালু করায় সময়,অর্থ,ভোগান্তি যেমন নেই তেমন কাজের রয়েছে চরম স্বচ্ছতা।

সুখময় সরকার ইমিউটিশনে দক্ষ অফিসার হিসেবেও ক্ষ্যতি রয়েছে। এব্যাপারে নিজ উদ্যোগে ইউনিয়ন পরিষদের ইউডিসি,ইউপি সচিব,উপসহারি ভুমি কর্মকর্তাসহ ভূমি সংক্রান্ত ব্যাক্তিদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ভূমি কর্মকর্তা সুখময় সরকার। ই-নথির কাজ চালু করা হওয়ায় সাধারনের ভোগান্তিও কমেছে। ভ’মি সংক্রান্ত সেবা নিতে আসা সাহারবাটি গ্রামের মকলেসুর রহমান জানান, বর্তমানে কাজ করতে তার কোনো ভোগান্তি হচ্ছেনা। স্বল্প সময়েই তিনি নির্ভূল কাজ করতে পেরেছেন।

নওপাড়া গ্রামের জিয়ারুল ইসলাম জানান,জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যা নিয়ে ভ’মি অফিসে এসেছিলাম সহজেই আমার কাজ হয়েগেছে। আমার কাছে কোনো অতিরিক্ত অর্থ নেয়া হয়নি বরং আগের চেয়ে কাজের মান অনেক বেড়েছে। হাড়াভাঙ্গা গ্রামের ইদ্রিস আলী জানান,ই-নামজারির আবেদন করলাম,কাগজ পত্রের ত্রুটি না থাকলে নির্ভুল কাজ হবে। ভবিশ্যতে জমিজমা নিয়ে কোনো ভোগান্তি থাকবেনা।
গাংনী উপজেলা ভূমি অফিস সুত্রে জানা গেছে,২০১৯-২০ অর্থ বছরে ই-নামজারির জন্য আবেদন গ্রহন করা হয়েছে ৮০১ টি, এর মধ্যে মঞ্জুর হয়েছে ২১৫ টি। কাগজ পত্রের ত্রুটি থাকায় ৬৩ টি আবেদন না মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ৫২৩ টি আবেদন।
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে গাংনীতে ১১৩৬ টি ই-নামজারি অনলাইন আবেদন করা হয়।

সেবার মান নির্নয়ে মেহেরপুর জেলার শীর্ষে রয়েছে গাংনী উপজেলা ভুমি অফিস। সুত্র জানায়,মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৯৪৪ টি,মুজিবনগর-৩৮৪ টি ই-নামজারির জন্য আবেদর করা হয়। বাংলাদেশের খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে গাংনী ভূমি অফিস এখন মডেল ভূমি অফিস হিসেবে পরিচিত বলে জানালেন সহকারি কমিশনার (ভুমি) সুখময় সরকার।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

গাংনীতে আশংকাজনকহারে ছড়িয়ে পড়েছে অ্যানথ্রাক্স

মেহেরপুরের গাংনীতে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে অ্যানথ্রাক্স। গত ৯ মাসে পাঁচ শতাধীক উপরে রোগি গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিয়েছেন। প্রতিদিন নতুন নতুন রোগি আসছে চিকিৎসা নিতে। অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত গবাদি পশুর মাংস খেয়ে লোকজন এরোগে আক্রান্ত হচ্ছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। তবে এলাকাবাসি ও খামারীরা জানান, অসচেতনতা, প্রাণিসম্পদ বিভাগের উদাসীনতার কারণে এ রোগ ছড়িয়ে পড়েছে।

এদিকে অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন রোগতত্ব বিভাগের একটি টীম। গতকাল বুধবার সকালে গাংনীতে অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন ও তদন্তের জন্য বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্ধর্তন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডা: আব্দুর সবুর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে গবাদিপশু পালনকারী ও আক্রান্ত ব্যাক্তিদের বাড়ি গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন মেহেরপুর জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা: জাহাঙ্গীর আলম।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভিটাপাড়ার আমিরুল ইসলাম। ১ মাস আগে তার বাড়ির একটি গরু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি এটি জবাই করে মাংস বিক্রি করেন। তার দুদিন পরই দুই হাতে ও মুখে ফোড়া ও পচন দেখা দেয়। স্থানীয় ডাক্তারের পরামর্শে তিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে আসেন।

ডাক্তার জানান, তিনি অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত। গরু জবাইয়ে সহযোগি তার ভাই ইদ্রীস এবং ফজলু এ রোগে আক্রান্ত হন। অপরদিকে মাংস রান্না করার সময় গরুর রক্ত ও বর্জ হাতে লাগায় স্ত্রী সালেয়ারা ও মেয়ে নারগিছ ও অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হন।

শুধু আমিরুলের পরিবার নয়, গোটা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে গত ৯ মাসে পাঁশ শতাধীকের বেশী মানুষ অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিয়েছেন। বিভিন্ন হাটবাজারে প্রশাসনিক নজরদারী না থাকায় স্থানীয় কসাইরা রুগ্ন

গবাদি পশু জবাই করে মাংশ বিক্রি করে।

ওই মাংস খেয়েই লোকজন এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। কোন মোটাতাজা গরু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে কাউকে না জানিয়ে ওই গরুর মাংস ভাগাভাগি করে নেয়। এ গরু কোন রোগে আক্রান্ত কিনা তা যাচাই করার সুযোগ থাকে না। তা ছাড়া প্রাণীসম্পদ বিভাগ ও স্বাস্থ্য বিভাগের কোন লোক জনের তদারকী না থাকায় অসুস্থ গরু জবাই করা হয়।

ফলে দিনদিন এ রোগের প্রাদূর্ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। জেলা প্রণী সম্পদ বিভাগ থেকে প্রতি বছর অ্যানথ্রাক্স রোগ নিয়ন্ত্রনের জন্য ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা থাকলেও গবাদী পশু পালনকারীরা তা পান না বলে অভিযোগ করেন। বেশীর ভাগ খামারী ও পশু পালনকারী নিজ উদ্যোগে বাজার থেকে ভ্যাকসিন কিনে দিয়ে থাকেন। প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা বা মাঠ কর্মীরা কোন খোঁজ খবর রাখেন না। অনেক সময় অফিসে এসেও কোন সহযোগীতা না পাওয়ার কথা জানান কয়েক জন খামারী।

অ্যানথ্রাক্স আক্রান্তরা জানান, হাটবাজার থেকে গবাদি পশুর মাংস এনে রান্না করা ও খেয়ে এ রোগ দেখা দিয়েছে। মাংস খাবার পরপরই মুখসহ বিভিন্ন অঙ্গ চুলকানি দেখা দেয়। তার পর ফুলে ও পানি ঝরে। পরে জানতে পারি এটি অ্যানথ্রাক্স রোগ।
গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামের কয়েকজন কৃষক জানান, অ্যানথ্রাক্স কি এবং কেন হয় তা জানেন না তারা। তাছাড়া প্রাণিসম্পদ বিভাগের লোকজন অসুস্থ পশু নিয়ে গেলে কোন চিকিৎসা দেন না। প্রাণিসম্পদ বিভাগের উদাসীনতার কারনে আজ আমাদের পশুর শরীরে অ্যানথ্রাক্স রোগ দেখা দিচ্ছে।

গাংনী বাজারের মাংস ব্যবসায়ীরা জানান, পৌরসভার নিয়ন্ত্রণে এ তহ বাজার তাই কোন রুগ্ন পশু এখানে জবাই করা হয় না। কিন্তু অন্যান্য হাট বাজারে কোন তদারকি নেই। ফলে রোগা ও অসুখে গরু জবাই করা সহজ। স্থানীয় লোকজনও রোগাক্রান্ত পশুর মাংস সস্তায় কিনে খায়। ফলে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ছে মহামারি আকারে। বামন্দি বাজারের কয়েকজন কসাই জানান, গত ১০ বছরের একদিনও কোন লোকজন আসেনি পশু জবাইয়ের আগে পরীক্ষা করতে। কোন নজরদারী নেই।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার বিডি দাস জানান, অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত গরুর মাংস কাটা ছেড়া ও খাওয়ার কারণে সবাই এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বাজারে রোগাক্রান্ত গরু

যাতে জবাই না করতে পারে সেদিকে নজরদারী প্রয়োজন। আমাদের এখানে যে সব রোগী চিকিৎসা নিতে আসছে আমরা তাদের চিকিৎসা সেবা সহ প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবারহ করছি।

গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোস্তফা জামান জানান, বর্তমানে বৈরী আবহাওয়ার কারণে এ রোগের বিস্তার বেড়েছে। তাছাড়া লোকবলের অভাবে তেমন কোন তদারকি করা সম্ভব হয়না। অনেকেই গ্রামে পশু জবাই করেন। অসুস্থ গবাদি পশুর মালিকরাও

নিজেরাই জবাই করে মাংস বিক্রি করে থাকে। এখান থেকেও আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকে।
ঢাকা রোগতত্ব বিভাগ সিডিআইএল এর ইউএলও ডা. গোলাম আজম জানান,

ইতোমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় রোগিদের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করেছেন এবং ফ্রিজে রাখা মাংস পরিক্ষা করে অ্যানথ্রাক্স জীবানু পেয়েছেন। মাংসগুলো পুতে রাখেন এবং অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত পশু জবাই করে গভীর গর্তে পুতে রাখার পরামর্শ দেন এ পরিদর্শক দল।

নিজস্ব প্রতিবেদক

মেহেরপুরে স্কাউটস গ্রুপ সভাপতি উদ্বুদ্ধকরণ সভা

মেহেরপুরে সদর উপজেলার স্কাউটস গ্রুপ সভাপতদের নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকালে জেলা স্কাউটস ভবনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও স্কাউট গ্রুপ সভাপতি আশরাফুজ্জামান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মেহেরপুর সদর উপজেলা স্কাউটস গ্রুপ সভাপতি মাসুদুল আলম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাথ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. অলোক কুমার দাস, জেলা স্কাউটস এর

সাধারন সম্পাদক জাহাঙ্গির আলম, উপজেলা একাডেমীক সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম, উপজেলা স্কাউটস সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান বাবলু, কাজী কুদরত-উল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক সহ সদর উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগন।

নিজস্ব প্রতিনিধি